

সময়ের প্রথম

ভারত সবার আগে

কলকাতা

খবরে প্রথম



SOMOYER PROTHOM KOLKATA

Prothom Kolkata (www.somoyerprothomkolkata.com)

Volume - I Issue - 10 ■ PRGI No.: WBBEN/26/A4351 ■ North 24 Parganas ■ 16 October 2026 ■ Price Rs. 5/-



মায়ের আরাধনায়, উৎসবের বাংলায়

সুব্রত আচার্য

মণ্ডপে দেবীর অধিষ্ঠান। বাংলায় এখন দুর্গোৎসব। পাড়ার পুজো থেকে বনেদি বাড়ির ঠাকুরদালান;বছরভর অপেক্ষার পরে আবার মায়ের সামনে দাঁড়ানোর সময়। চেনা উৎসব, তবু এবারের আয়োজনে কিছু বদল রয়েছে। রাজনৈতিক পালাবদলের পরে বাংলার প্রথম দুর্গাপুজো। সরকারি উদ্বোধন, অনুদান, জেলার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং পুজোর পরের আয়োজনেও সেই পরিবর্তন ধরা পড়ছে।

১৬ অক্টোবরের এই সংখ্যাটি প্রকাশ হচ্ছে বোধনের আবহে। বেলুড় মঠের প্রকাশিত নির্ঘণ্টে, বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে, আজ ষষ্ঠীর কল্পারম্ভ ও সন্ধ্যায় বোধন। পরদিন ষষ্ঠীর অধিক পুজো, আমন্ত্রণ ও অধিবাস। পঞ্জিকা ও নিজস্ব প্রথা মেনে বিভিন্ন পুজোর আচারসূচিতে পার্থক্য থাকলেও বাংলার মানুষের কাছে এই সময়টি মায়ের আরাধনায় একত্র হওয়ার।

এবার উৎসবের সরকারি সূচনাও হয়েছে অন্যভাবে। ১০ অক্টোবর মহালয়ার সন্ধ্যায় ইডেন গার্ডেন্সে ক্রিকেটের গ্যালারি ভরেছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের দর্শকে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও রাজ্যপাল আর এন রবির উপস্থিতিতে ছিল ঢাক, শঙ্খ, আগমনী গান, রবীন্দ্রসংগীত, ছৌ ও রায়বেঁশে। অনুষ্ঠান-পরবর্তী সংবাদ প্রতিবেদনে প্রায় ৪০ হাজার দর্শক এবং তিন হাজার ড্রোনের প্রদর্শনীর কথা রয়েছে।

ইডেনের পাশেই রেড রোডে দেখা গিয়েছে জেলার লোকসংস্কৃতি। পূর্ব বর্ধমানের ঘোড়ানাচ, উত্তর ২৪ পরগনার অষ্টক এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার বনবিবির পালা জায়গা পেয়েছে আলাদা মঞ্চে। পুজোর পরে প্রতিমা নিয়ে যে পথে সরকারি কার্নিভাল হত, সেখানে এবার পুজোর আগে লোকশিল্পীদের অনুষ্ঠান। উৎসবের সূচনায় জেলার শিল্প ও মানুষের অংশগ্রহণকে সামনে আনা হয়েছে।

কেন এই বদল? সরকারের বক্তব্যে ধর্মীয় রীতি ও ঐতিহ্যের উপর গুরুত্ব স্পষ্ট। ৭ সেপ্টেম্বরের প্রস্তুতি বৈঠকেও সেই কথা জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। মহালয়ার অনুষ্ঠানে তিনি জানিয়েছেন, পিতৃপক্ষে সরকারি উদ্বোধন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল মন্ত্রিসভা। কলকাতার পাশাপাশি দুর্গাপুর, বিষ্ণুপুর, শিলিগুড়ি, কোচবিহার, মালদা, বহরমপুর ও দিঘায় সাংস্কৃতিক আয়োজনের ঘোষণাও করেছেন তিনি। বাংলার দুর্গোৎসবকে কলকাতার বড় মঞ্চের বাইরেও তুলে ধরার পরিকল্পনা রয়েছে।

পুজোর সংখ্যা কত, তা নিয়েও মহালয়ার মঞ্চে নতুন হিসেব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, গত বছরের প্রায় ৪৫ হাজারের সঙ্গে এবার নতুন ১২,৪০০টি পুজো অনুমোদন পেয়েছে। সব মিলিয়ে প্রায় ৫৭,৪০০। এটি মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া অনুমোদিত পুজোর হিসেব। পারিবারিক, আবাসিক ও অন্যান্য আয়োজন মিলিয়ে বাংলার সমস্ত পুজোর সংখ্যা হিসেবে একে ধরে নেওয়া চলে না।

তবে এবারের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন শুধু সংখ্যায় নয়। সরকারি অনুদান নেওয়া কিংবা ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তেও। গত বছরের এক লক্ষ দশ হাজার টাকার সাহায্য এবার এক লক্ষ। বড় বাজেটের পুজোগুলিকে স্বেচ্ছায় অনুদান ছেড়ে দেওয়ার আবেদন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। যাদের এই অর্থ ছাড়া পুজো করা কঠিন, তাদের পাশে থাকার

➲ তিন পাতায়

উত্তর-দক্ষিণের লড়াই, জয় পুজোর আনন্দের



সোমা মাইতি

উত্তর না দক্ষিণ; পুজোয় কলকাতার এই তর্কের বয়স কম নয়। কার প্রতিমা সুন্দর, কার মণ্ডপে চমক বেশি, কোথায় না গেলে এবারের ঠাকুর দেখা অসম্পূর্ণ থাকবে;আড্ডায় তার বিচার চলে। এবার সেই চেনা প্রতিযোগিতায় নতুন প্রসঙ্গ। বিজেপি নেতাদের সঙ্গে যুক্ত পুজোগুলির মধ্যেও টেক্কা দেওয়ার কথাবার্তা। সমাজমাধ্যমের চর্চাতেও জায়গা পেয়েছে সেই লড়াই। তবে দর্শকের কাছে শেষ কথা মণ্ডপের অভিজ্ঞতা। পুজোর আনন্দ কতটা পাওয়া গেল, বিচার হয় সেখানেই।

উত্তর কলকাতার আকর্ষণ তার পুরনো পাড়া, দেবীমুখ আর ঠাকুরদালানে। বাগবাজার, কুমোরটুলি, শোভাবাজারের সঙ্গে মানুষের বহু বছরের স্মৃতি জড়িয়ে। সেই উত্তরেই টালা প্রত্যয়, কাশী বোস লেন, হাতিবাগানের পুজো নতুন ভাবনার জন্য দর্শক টানে। তাই উত্তর মানেই শুধু সাবেকি প্রতিমা, এমন বলা চলে না। পুরনো কলকাতার গলিতেও মণ্ডপশিল্প বদলেছে। এক পুজোয় ঐতিহ্যের টান, পাশের পুজোয় শিল্পীর নতুন কল্পনা।

দক্ষিণের সুরুচি সঙ্ঘ, চেতলা অগ্রণী, ত্রিধারা বা একডালিয়ারও নিজস্ব দর্শক রয়েছে। কোথাও মণ্ডপের ভাবনা, কোথাও প্রতিমা, কোথাও গোটা আয়োজন মনে থেকে যায়। উত্তর-দক্ষিণের পক্ষ নিয়ে যতই তর্ক হোক, ঠাকুর দেখার তালিকা করতে বসলে দুই দিকের নামই উঠে আসে। এক রাত উত্তরে, পরের রাত দক্ষিণে; পুজোর বেড়ানোয় এমন পরিকল্পনাও চলে।

এবার এই প্রতিযোগিতায় আলাদা নজর কেড়েছে পার্ক স্ট্রিটের অ্যালেন পার্কের প্রথম দুর্গাপুজো। উদ্যোক্তা কলকাতা সনাতনী সঙ্ঘ। সংগঠনের সভাপতি বিজেপি নেতা শঙ্কুদেব পণ্ডা সেপ্টেম্বরেই সন্তোষ মিত্র স্কোয়্যারকে চ্যালেঞ্জ ছুড়েছিলেন। ওই পুজোর পৃষ্ঠপোষক বিজেপি বিধায়ক সজল ঘোষও পাল্টা জবাব দেন। একই দলের দুই নেতার কথায় পুজোর প্রতিযোগিতা তখন অন্য মাত্রা পায়।

শঙ্কুদেবের বক্তব্য ছিল, অ্যালেন পার্ক কলকাতার বড় পুজোগুলিকে টেক্কা দেবে। সজলও পাল্টা

➲ তিন পাতায়

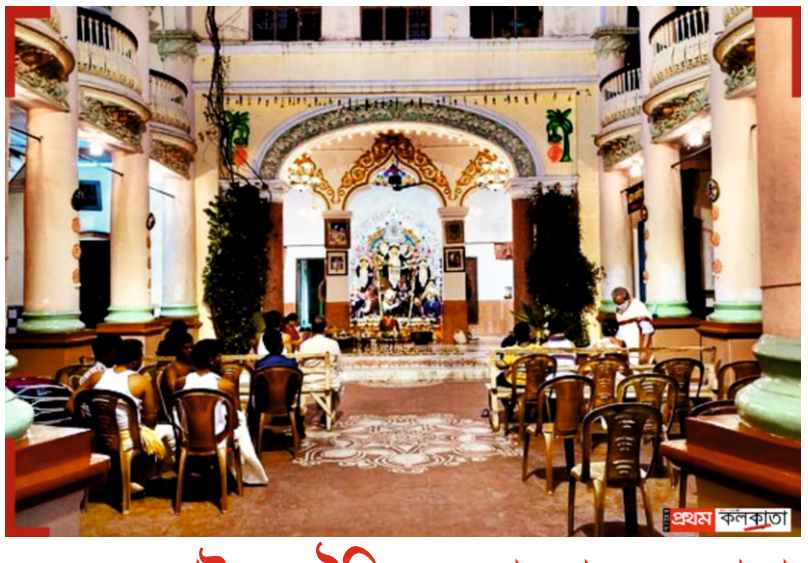

চমকের বাইরে, ঐতিহ্যের পুজোয় কলকাতা

রিমিতা রায়

কলকাতার সব পুজোর পরিচয় নতুন থিমে লেখা হয় না। কোনও পুজোর টান পুরনো ঠাকুরদালানে, কোনওটির দেবীমুখে, কোনওটির পারিবারিক আচারে। শোভাবাজার রাজবাড়ি, জানবাজারের রানি রাসমণির বাড়ি, ছাতুবাবু, লাটুবাবুর বাড়ি কিংবা সাবর্ণ রায় চৌধুরীদের পুজো;নামগুলি উঠলেই কলকাতার আর একটি ছবি সামনে আসে। সেখানে নতুন চমকের অপেক্ষার চেয়ে বড় হয়ে ওঠে চেনা পুজোয় ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে।

এবারও সেই কলকাতা নিজের রীতি ধরে রাখছে। পুজোর সময়ে আমিষ খাওয়া নিয়ে বিতর্কের মধ্যেও কয়েকটি বনেদি পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, তাঁদের পারিবারিক আচার বদলাবে না। পূর্বপুরুষের পুজো চালিয়ে যাওয়ার দায়িত্বই তাঁদের কাছে বড়। এই ধারাবাহিকতা শুধু প্রতিমায় নয়। ভোগের পদ, নিবেদনের নিয়ম এবং

➲ তিন পাতায়

সম্পাদকীয়

মায়ের চরণে প্রণাম, দেশের কাছে অঙ্গীকার

মায়ের সামনে দাঁড়ালে কত কথাই মনে আসে। সন্তান যেন ভাল থাকে। সংসারে যেন শান্তি থাকে। অসুখ সেরে যাক। বিপদ কেটে যাক। হাত জোড় করে নিজের ঘরের জন্য প্রার্থনা করি আমরা। এই পুজোয় সেই প্রার্থনার পরিধি আর একটু বাড়ুক। যে দেশ আমাদের সকলের ঘর, মায়ের কাছে তার মঙ্গলও চাই। দেশের প্রতিটি সন্তান যেন নিরাপদে থাকে।

দুর্গতিনাশিনী দুর্গার মুখে মমতা, হাতে অস্ত্র। সন্তানের প্রতি স্নেহ আর তাকে রক্ষা করার সংকল্প; দুই-ই রয়েছে সেই রূপে। মায়ের অসুরবিনাশের মধ্যে তাই আমাদের জন্য একটি শিক্ষা আছে। অন্যায় যত শক্তিশালী হোক, তার সামনে মাথা নোয়ানো চলে না। নিরীহকে রক্ষা করতে হলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয়। শান্তির জন্য প্রার্থনার পাশাপাশি তাকে আগলে রাখার সাহসও চাই।

আমরা যখন মণ্ডপে অঞ্জলি দিই, সীমান্তে তখনও কেউ প্রহরায় থাকেন। তাঁর বাড়িতেও পুজো হয়। তাঁর সন্তানও হয়তো নতুন জামা পরে বাবার ফেরার অপেক্ষা করে। দূরের কোনও ছাউনিতে কর্তব্যরত সেই মানুষটির জন্যও আমাদের প্রার্থনা থাকুক। যে মা সন্তানের ছুটির অপেক্ষায় দিন গোনেন, তাঁর মুখে হাসি ফুটুক। দেশের সুরক্ষায় নিয়োজিত প্রতিটি মানুষ সুস্থ শরীরে ঘরে ফিরুন।

দেশভক্তির কথা বলতে গেলে এই মুখগুলি মনে রাখা দরকার। দেশ মানে মানচিত্রের সঙ্গে মানুষের জীবনও। ভোরে মাঠে যাওয়া কৃষক, রাত জেগে রোগীর পাশে থাকা চিকিৎসক, কারখানার শ্রমিক, বিদ্যালয়ের শিক্ষক— সকলের শ্রমে দেশ এগোয়। তাঁদের ঘাম, স্বপ্ন, সুখ-দুঃখের সঙ্গে আমাদের ভবিষ্যৎ জড়িয়ে আছে। দেশকে ভালবাসলে এই মানুষগুলির মর্যাদা রক্ষার দায়িত্বও নিতে হয়।

আজকের অসুরকে চিনতে ভুল করলে চলবে না। যে সন্ত্রাস মানুষের প্রাণ নেয়, যে দুর্নীতি গরিবের প্রাপ্য কেড়ে নেয়, যে লোভ দেশের সম্পদ লুট করে, যে বিদ্বেষ মানুষের মধ্যে বিভেদ বাড়ায়; সেখানেই অশুভের ছায়া। নারীকে অপমান করা, দুর্বলকে ভয় দেখানো, ক্ষমতার জোরে অন্যায় চাপিয়ে দেওয়া— এসবের বিরুদ্ধে আমাদের দাঁড়াতে হবে। দেবীর বন্দনা সেই সাহসের কথাই মনে করিয়ে দিক।

দেশের শত্রুর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রকে দৃঢ় হতে হবে। সীমান্ত রক্ষা, প্রতিরক্ষার প্রস্তুতি এবং সন্ত্রাস দমনে শৈথিল্যের জায়গা নেই। যাঁরা এই দায়িত্ব পালন করেন, তাঁদের পাশে দেশের মানুষের ঐক্য প্রয়োজন। সেই ঐক্য গড়ে ওঠে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস থেকে। সহনাগরিকের ধর্ম, ভাষা বা মত আলাদা হলেও তাঁর নিরাপত্তা আমাদের কাছে সমান জরুরি। দেশের শক্তি বাড়ে মানুষ একে অন্যের পাশে দাঁড়ালে।

মায়ের কাছে মাথা নোয়াই শ্রদ্ধায়। দেশের প্রতি সেই শ্রদ্ধা প্রকাশের সুযোগ আমাদের প্রতিদিন আসে। নিজের কাজ সৎভাবে করা, সরকারি সম্পদ আগলে রাখা, বিপন্ন মানুষকে সাহায্য করা, অপরাধ দেখলে মুখ খোলা- এই দায়িত্বগুলি পালন করাও দেশসেবা। রাস্তার আহত মানুষটির দিকে হাত বাড়ানোর মুহূর্তে তাঁর পরিচয় জানতে হয় না। মানুষটিকে বাঁচানোর তাগিদই তখন সবচেয়ে বড় হয়ে ওঠে।

আবার দেশের ভুল দেখেও চুপ থাকা চলে না। কোথাও অবিচার হলে সুবিচার চাইতে হবে। কোনও সিদ্ধান্তে মানুষের ক্ষতি হলে সংশোধনের দাবি তুলতে হবে। নিজের ঘরের যত্ন নিই বলেই তার ভাঙা জায়গাটি সারাতে চাই। দেশকেও তেমন যত্ন করতে হয়। যে ভালবাসায় দায়িত্ব আছে, সেই ভালবাসা দেশের প্রয়োজনের দিনে ভরসা হয়ে দাঁড়ায়।

এই পুজোয় মায়ের কাছে বলি— আমাদের শক্তি দিন। ভয় কাটানোর শক্তি, লোভ সামলানোর শক্তি, সত্যের পাশে থাকার শক্তি। নিজের সন্তানকে যে নিরাপদ ভবিষ্যৎ দিতে চাই, দেশের প্রতিটি শিশুর জন্যও সেই ভবিষ্যৎ চাইতে শেখান।

মায়ের চরণে ফুল রাখার সময় দেশমাতৃকার কাছে একটি অঙ্গীকারও রাখি— আপনার বিপদে পিছিয়ে যাব না, আপনার মানুষের দুঃখে মুখ ফিরিয়ে থাকব না। মণ্ডপের আলো একদিন নিভবে। এই অঙ্গীকার যেন আমাদের মনে জেগে থাকে।

উৎসবের আনন্দে, আপনাদের সঙ্গে

পুজো মানে ঘরে ফেরা। চেনা মানুষের সঙ্গে দেখা, ব্যস্ততার মধ্যেও একটু সময় করে আপনজনের খোঁজ নেওয়া। শিউলির গন্ধ, ঢাকের আওয়াজ আর মণ্ডপের আলোয় সেই আপন হয়ে থাকার অনুভূতিই ফিরে আসে। দুর্গাপুজোর এই শুভক্ষণে প্রথম কলকাতা পরিবারের পক্ষ থেকে আমাদের সকল পাঠক, গ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা, প্রীতি ও ভালবাসা। আপনাদের প্রত্যেকের ঘরে আনন্দ আসুক, সকলে সুস্থ থাকুন।

২০২৬ সালের ১ জুন 'সময়ের প্রথম কলকাতা'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। প্রতি মাসের ১ ও ১৬ তারিখে প্রকাশিত আমাদের পত্রিকার এটি দশম সংখ্যা। বয়সে এখনও নবীন। কিন্তু এই অল্প সময়েই আপনারা তাকে আপন করে নিয়েছেন। পড়েছেন, অন্যকে পড়িয়েছেন, নতুন এই উদ্যোগের পাশে দাঁড়িয়েছেন। সেই আন্তরিকতার মূল্য আমাদের কাছে অনেক। আপনাদের এই ভালবাসাই প্রতিটি নতুন সংখ্যা প্রকাশের উৎসাহ জোগায়।

কাগজ ছাপা হলেই তার কাজ সম্পূর্ণ হয় না। পাঠকের হাতে পৌঁছে, তাঁর ভাবনায় জায়গা করে নিয়েই একটি পত্রিকা বেঁচে থাকে। আপনারা খবর নিয়ে কথা বলেছেন, লেখার ভাল-মন্দ জানিয়েছেন, ভুল চোখে পড়লে ধরিয়ে দিয়েছেন। এই সম্পর্ক আমাদের কাছে বড় প্রাপ্তি। আপনাদের প্রত্যাশা মনে রেখেই প্রতিটি সংখ্যা আরও যত্ন করে সাজানোর চেষ্টা করি। আমাদের গ্রাহকেরা নিয়মিত সঙ্গ দিয়েছেন। বিজ্ঞাপনদাতারা নতুন এই উদ্যোগের উপর আস্থা রেখেছেন। শুভানুধ্যায়ীরা পরামর্শ, উৎসাহ ও সহযোগিতা নিয়ে পাশে থেকেছেন। সংবাদ সংগ্রহ থেকে লেখা, ছবি, সম্পাদনা, পাতা সাজানো, মুদ্রণ ও পাঠকের কাছে কাগজ পৌঁছে দেওয়া; প্রতিটি কাজে যাঁরা যুক্ত, তাঁদের সকলকেও জানাই আন্তরিক শারদীয় শুভেচ্ছা।

প্রথম কলকাতার সঙ্গে আপনাদের সম্পর্কের বড় জায়গা জুড়ে রয়েছে আমাদের ডিজিটাল মাধ্যমগুলিও। মোবাইলের পর্দায় যাঁরা খবর পড়েন, অনুষ্ঠান দেখেন কিংবা শোনেন, তাঁরাও এই পরিবারের আপনজন। কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, দেশের অন্য প্রান্ত, বাংলাদেশ অথবা প্রবাস; যেখানেই থাকুন, আপনাদের সঙ্গ আমাদের কাছে সমান মূল্যবান। সকল দর্শক, শ্রোতা ও পাঠককে জানাই দুর্গাপুজোর শুভেচ্ছা ও প্রীতি।

উৎসবের আনন্দ সকলের ঘরে সমানভাবে পৌঁছয় না। কেউ অসুস্থ, কেউ একা, কারও সংসারে অভাব। আবার আমাদের আনন্দ নির্বিঘ্ন রাখতে অনেকেই পুজোর দিনেও কাজে ব্যস্ত থাকেন। তাঁদের কথা মনে রাখি। সামর্থ্য অনুযায়ী কারও পাশে দাঁড়াই। একটি খোঁজ নেওয়া, একটু সময় দেওয়া কিংবা সাহায্যের হাত বাড়ানোও কারও পুজো সুন্দর করে দিতে পারে।

মা দুর্গার আগমনে সকলের জীবনে শান্তি আসুক। মণ্ডপের আলোয় মানুষের মুখও উজ্জ্বল হোক। আপনাদের ভালবাসা সঙ্গে নিয়ে 'সময়ের প্রথম কলকাতা' এগিয়ে চলুক। এই উৎসবে আমাদের সবচেয়ে বড় আনন্দ; আপনারা আছেন, আমাদের সঙ্গে আছেন। সকলকে শুভ দুর্গাপুজো।

প্রথম কলকাতা খবরে প্রথম
ফেসবুকে ৩.৭ মিলিয়ন | ইউটিউবে ১.৫ মিলিয়ন
আপনিও দেখুন রোজ

মা দুগ্গা যখন লক্ষ্মী হয়ে আসেন

সুব্রত আচার্য

৩৭৭ কোটি টাকা। শুধু কলকাতা নয়, গোটা পশ্চিমবঙ্গের হিসাব। পৃষ্ঠপোষকতার অর্থ ওই মোট অঙ্কের বাইরে ছিল। ফলে আমরা যখন কয়েক দিনের পুজোর কথা বলি, তখন তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা বাজারের ব্যাপ্তিটাও মনে রাখা দরকার।

সেই গবেষণায় খুচরো কেনাকাটার অঙ্ক ছিল প্রায় ২৭ হাজার ৩৬৪ কোটি টাকা। খাবার ও পানীয় ২ হাজার ৮৫৪ কোটি। মণ্ডপের শিল্প ও সাজসজ্জা ৮৬০ কোটি, আলো ২০৫ কোটি। প্রতিমাশিল্প ২৬০ থেকে ২৮০ কোটি টাকা। সংখ্যাগুলি ২০১৯ সালের। কিন্তু এগুলি একটি বিষয় পরিষ্কার করে পুজোর বাণিজ্য বলতে শুধু প্রতিমা আর মণ্ডপ তৈরির খরচ বোঝায় না। মানুষ উৎসব উপলক্ষে যা কেনেন, খান, দেখেন; সেই বাজারও এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

পরবর্তী বছরগুলির কথাও এসেছে। ২০২৩ সালের নভেম্বরে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, তাঁর ধারণায় পুজোর ব্যবসা ৮০ থেকে ৮৫ হাজার কোটি টাকা হতে পারে। তাঁর বক্তব্য পিটিআইয়ের খবরে রয়েছে। আবার ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে পিটিআই ব্যবসায়ী ও সংশ্লিষ্টদের হিসাব নিয়ে লিখেছিল, ২০২৪ সালে প্রায় ৪২ হাজার কোটি এবং ২০২৫ সালে ৪৬ থেকে ৫০ হাজার কোটি টাকার পুজোর বাজার। একই বছরের অক্টোবরে টাইমস অব ইন্ডিয়ার খবরে অঙ্কটি ছিল প্রায় ৬৫ হাজার কোটি।

অঙ্কে ফারাক আছে। গবেষণার হিসাব, সরকারের তরফে বলা কথা এবং ব্যবসায়ীদের হিসাব করার ধরনও এক নয়। তাই এগুলি পাশাপাশি রেখে প্রতি বছর কতটা বাড়ল বা কমল, সেই সিদ্ধান্তে যাওয়া চলে না। তবে পুজোর বাজার যে কয়েক দশ হাজার কোটি টাকার, তার গুরুত্ব বুঝতে অসুবিধা হয় না। পুজোর মোট ব্যবসার অঙ্ক সরকারের আয় নয়; এই লেনদেন থেকে কর বাবদ আয় অবশ্য হয়। নানা ব্যবসায় লেনদেন হয়, মজুরি দেওয়া হয়, সংসারের কেনাকাটায় খরচ হয়।

নতুন পোশাক কেনার কথাই ধরা যাক। একটি জামা দোকানে পৌঁছনোর আগে কাপড় তৈরি হয়েছে, সেলাই হয়েছে, গাড়িতে এসেছে। দোকানের বিক্রির সঙ্গে এই সব কাজের সম্পর্ক রয়েছে। জুতো, ব্যাগ, প্রসাধনী কিংবা ঘরের প্রয়োজনীয় জিনিসেও একই কথা। পুজোয় বোনাস পাওয়া মানুষ কিছু বাড়তি কেনাকাটা করতে পারেন। সেই খরচ বাজারে যায়। আবার দোকানের কর্মী মজুরি পেয়ে নিজের সংসারের জন্য কেনেন। একজনের আনন্দের কেনাকাটা অন্যজনের আয়ের সুযোগ হয়ে ওঠে।

খাবারের বাজারেও পুজোর নিজস্ব টান রয়েছে। ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে চা, ফুচকা, রোল কিংবা অন্য খাবারের দোকানে দাঁড়ান মানুষ। কেউ রেস্তরাঁয় যান। কেউ বাড়িতে অতিথি আপ্যায়ন করেন। খাবার বিক্রেতাকে তার জন্য বেশি উপকরণ কিনতে হয়। রান্না ও পরিবেশনের কাজে সাহায্য লাগে। বাজারের সরবরাহকারীর কাছেও সেই চাহিদা পৌঁছয়। রাস্তার ছোট দোকান থেকে বড় রেস্তরাঁ; পুজোর ভিড় তাঁদের কাছে আলাদা আলাদা রোজগারের আশা নিয়ে আসে।

পুজো দেখতে মানুষের যাতায়াতও ব্যবসার অংশ। গাড়ি লাগে, থাকার জায়গা লাগে, বাইরে থেকে আসা দর্শককে শহর ঘুরিয়ে দেখানোর মানুষ লাগে। প্রকাশনার ক্ষেত্রেও কাজ বাড়ে। শারদীয় সংখ্যার লেখা, ছবি, সম্পাদনা, ছাপা, বাঁধাই ও বিক্রির সঙ্গে কত মানুষ যুক্ত। বিজ্ঞাপনের টাকায় সেই আয়োজনের খরচ মেটে। গান, অনুষ্ঠান, সিনেমা এবং প্রচারের কাজও রয়েছে। শিল্পীর সৃষ্টি থেকে ছাপাখানার কাজ, মণ্ডপ থেকে দোকান; দুর্গাপুজো কত দিকে অর্থনীতির চাকা ঘোরায়, এই তালিকাই তার পরিচয় দেয়।

দেশের অন্য রাজ্যেও দুর্গাপুজো হয়। কিন্তু বাংলার সঙ্গে তাদের ব্যয়ের তুলনা করার মতো একই ধরনের হিসাব হাতে নেই। বাংলার বিশেষ জায়গাটি অবশ্য ইউনেস্কোর কথাতেই ধরা আছে। তাদের বক্তব্য, কলকাতা দেশ ও বিশ্বের দুর্গাপুজোর ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। এখানে একটি পুজোকে ঘিরে শহর, মফস্সল, গ্রাম, বাজার এবং শিল্পীপাড়া যে ভাবে প্রস্তুতি নেয়, সেটিই উৎসবের ব্যাপ্তি বোঝায়। কত টাকা বেশি, সেই প্রতিযোগিতার বাইরেও বাংলার এই পরিচয় আছে।

২০২১ সালের ১৫ ডিসেম্বর সেই পরিচয় আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায়। রাষ্ট্রসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা ইউনেস্কো 'কলকাতার দুর্গাপুজো'কে মানবতার অমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্বমূলক তালিকায় জায়গা দেয়। বাংলার পরিচিত উৎসবকে বিশ্বের সামনে আরও বড় করে তুলে ধরে এই সম্মান। মণ্ডপের শিল্প, প্রতিমার কাজ, আচার এবং মানুষের অংশগ্রহণ; সব মিলিয়ে বাংলার পুজো নতুন করে বিশ্বের নজরে আসে।

সেই আগ্রহের একটি ছবি পাওয়া যায় ২০২৫ সালের ৮ অক্টোবরের টাইমস অব ইন্ডিয়ায়। পর্যটন ব্যবসায়ীদের হিসাবে, আগের বছরের তুলনায় ওই বছর পুজোয় কলকাতায় বিদেশি পর্যটকের আগমন প্রায় ২০ শতাংশ বেড়েছিল। এই সংখ্যা তাঁদের হিসাব, সরকারি গণনার ফল নয়। তবে পর্যটনের সুযোগটি স্পষ্ট। দর্শক যখন পুজো দেখতে আসেন, হোটেল, গাড়ি, খাবার এবং স্থানীয় পরিষেবায় খরচ করেন। বাংলার কারুশিল্পের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় করানো যায়। এই স্বীকৃতির সুবিধা শিল্পী ও ছোট ব্যবসায়ীর কাছেও পৌঁছে দেওয়ার কথা ভাবা দরকার।

কারণ উৎসবের বড় বাজারেও সবার ভাগ সমান হয় না। দোকানের বিক্রি বাড়লেই লাভ বাড়ে না; উপকরণের দাম, ভাড়া, মজুরি মেটাতে হয়। কাজের বরাত পেলেও কারিগর সময়মতো টাকা না পেলে বিপদে পড়েন। পরের কাজের মাল কিনতে পারেন না। পুজোর ব্যবসার অঙ্ক নিয়ে গর্বের পাশাপাশি এই মানুষগুলির হিসাবও দেখতে হবে। যাঁর শ্রমে মণ্ডপ দাঁড়াল, তাঁর পাওনা মিটল কি না; সেটিও উৎসবের সাফল্যের প্রশ্ন।

আয়োজকদের কাছে এই পাওনা হয়তো বাজেটের একটি ছোট খাত। কিন্তু ছোট কারিগরের কাছে সেটিই কয়েক মাসের পরিশ্রমের দাম। তাঁর পাওনা মিটলে নিজের সংসারেও পুজোর আয়োজন করতে পারেন তিনি।

আমার কাছে পুজোর অর্থনীতির সবচেয়ে জরুরি কথা এখানেই। শিল্পীর দাম, শ্রমিকের মজুরি, সরবরাহকারীর পাওনা সময়মতো মিটুক। স্থানীয় কারিগর ও ছোট দোকানও ক্রেতা পাক। যে মানুষ উৎসবের জন্য কাজ করলেন, তাঁর নিজের সংসারেও আনন্দ পৌঁছক। দশমীতে মা বিদায় নেন। তাঁর আগমন ঘিরে পাওয়া রোজগার থেকে যায় সন্তানের পড়াশোনায়, সংসারের বাজারে, পরের কাজের প্রস্তুতিতে। মা দুগ্গা তখনই লক্ষ্মী হয়ে আসেন, যখন পুজোর আনন্দের সঙ্গে মানুষের ঘরে রোজগারও পৌঁছয়।

ঢাকের বোলে মায়ের আগমনী, শিল্পীর চোখে সংসারের চিন্তা

নিজস্ব প্রতিবেদনঃ শিয়ালদহে পুজোর আগে ঢাকিদের জমায়েত যেন এক অন্য মেলা। কাঁধে ঢাক, হাতে কাঠি। কেউ বাজিয়ে নিজের দক্ষতা শোনান, কেউ অপেক্ষা করেন বায়না পাওয়ার। নদিয়া, মুর্শিদাবাদ-সহ নানা জেলা থেকে আসা এই মানুষগুলির কাছে কলকাতার পুজো শুধু উৎসব নয়, সংসার চালানোর রোজগারও। যে ঢাকের আওয়াজে আমাদের মন নেচে ওঠে, সেই ঢাকের পিছনেই থাকে একটি পরিবারের আশা। এই জমায়েতে সুরের পাশাপাশি চলে দরদাম। কত দিন বাজাতে হবে, পারিশ্রমিক কত, থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা কে করবেন; বায়নার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে এসবও। দর্শনার্থী কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ঢাক শোনেন, তারপর চলে যান। শিল্পীর অপেক্ষা কিন্তু শেষ হয় কাজের বরাত মিললে। পুজোর ক'দিনের উপার্জন দিয়ে বছরের বাকি সময়ের অভাব কতটা মিটবে, সেই হিসেবও থাকে। ঢাক ছাড়া বাঙালির পুজো যেন অসম্পূর্ণ। বোধন, আরতি, সন্ধিপুজো থেকে বিসর্জন; আচারের সঙ্গে বদলায় বাজনার ছন্দ। ধুনুচির ধোঁয়ার মধ্যে ঢাকের তালে দুলে ওঠে মণ্ডপ। দেবীর আরাধনায় সমবেত মানুষকে একই আবেগে বাঁধে এই বাদ্য। ঢাক বাঙালির দুর্গাপুজোর দীর্ঘদিনের আচার ও লোকঐতিহ্যের অঙ্গ। কলকাতায় বাড়ির পুজো এবং বারোয়ারি; দুই জায়গাতেই ঢাকিদের প্রয়োজন হয়। বনেদি বাড়িতে সাবেকি আচার বজায় রাখার সঙ্গে ঢাকের সম্পর্ক নিবিড়। আবার পুজো কমিটিগুলিও শিল্পীদের রোজগারের বড় ভরসা। ২০২৪ সালে টাইমস অব ইন্ডিয়াকে মসলন্দপুরের ঢাকশিল্পী গোকুলচন্দ্র দাস জানিয়েছিলেন, কমিটির পুজো তাঁদের আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস। সেই বছর বড় আয়োজন নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যেও বাড়ির পুজো ও আবাসনে ঢাকির চাহিদা ছিল। সমস্যা তৈরি হয় রেকর্ড করা বাজনা, ডিজে এবং অনিশ্চিত কাজের বাজারে। সারা বছর নিয়মিত আয় না থাকায় অনেক শিল্পী অন্য কাজও করেন। উৎসবের বাইরে বিকল্প জীবিকা খুঁজতে হয় তাঁদের। এই টানাপোড়েনে পরের প্রজন্মকে পেশায় ধরে রাখাও কঠিন। তবে আশার খবরও রয়েছে। ২০২৬ সালের পুজোর আগে এই সময়ের পূর্ব মেদিনীপুরের প্রতিবেদনে ডিজের উপর বিধিনিষেধের মধ্যে ঢাকিদের বাড়তি বায়নার কথা এসেছে। শিল্পী অনুপ ভৌমিক জানিয়েছেন, চাহিদা এতটাই যে সব বরাত নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আনন্দবাজার এবং সংবাদ প্রতিদিনের প্রতিবেদনেও ঢাকি ও ব্যান্ডের বাড়তি বায়নার কথা উঠে এসেছে।

আজ ষষ্ঠী

চার পাতার পর

২৪ মিনিট মিলিয়ে এই পুজো হয়। মোট সময় ৪৮ মিনিট। এবার সেই সন্ধিক্ষণ সকালেই পড়েছে। রীতি অনুযায়ী ১০৮টি পদ্ম ও ১০৮টি প্রদীপ দিয়ে দেবীর আরাধনা করা হয়।

২০ অক্টোবর, মঙ্গলবার মহানবমী। বেলুড় মঠে পুজো শুরু ভোর ৫টা ৪০ মিনিটে। ভোগারতির পরে হোম। ২১ অক্টোবর, বুধবার বিজয়া দশমী। মঠে দশমীর পুজো শুরু সকাল ৬টা ৩০ মিনিটে। সকাল সাড়ে ৮টার মধ্যে দর্পণ বিসর্জন হবে। শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ধ্যার আরতির পরে প্রতিমা বিসর্জন ও শান্তিজল।

বেলুড় মঠে ১৮, ১৯ ও ২০ অক্টোবর দুপুরের ভোগারতির পরে পুষ্পাঞ্জলি হবে। মণ্ডপ ও বাড়ির পুজোয় অঞ্জলি এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানের জন্য আয়োজকদের ঘোষিত সময়সূচি অনুসরণ করতে হবে।

মুখ ঢাকছে বিজ্ঞাপনেই...

শীর্ষেন্দু চক্রবর্তী



প্রায় দু'দশক আগের 'সপ্তমীতে প্রথম দেখা, অষ্টমীতে হাসি' হোক কিংবা বছরখানেক আগের সুজয়দা, পুঁচকির প্রেম— পুজোর স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকে বিজ্ঞাপনের গল্পও।

পুজোয় কখনও প্রেমে পড়েছেন? না পড়লেও ইচ্ছে তো হয়েছে! বিশেষত, কোকের সেই বিখ্যাত বিজ্ঞাপন দেখে;'সপ্তমীতে প্রথম দেখা, অষ্টমীতে হাসি...।'

গ্রাহকের পছন্দ বদলেছে। তার সঙ্গে বদলেছে পুজোর বিজ্ঞাপনের রূপ, রস, গন্ধও। তবে আজও কলকাতার ব্যস্ত জীবনে পুজোর আগমনী বার্তা নিয়ে আসে বিজ্ঞাপন। টেলিভিশন থেকে খবরের কাগজ, মণ্ডপের হোর্ডিং থেকে রাস্তার ব্যানার; বিভিন্ন পণ্যের প্রচারেই তৈরি হয় উৎসবের আবহ।

আজকের বাঙালি প্রজন্ম আর শুধু স্থানীয় ব্র্যান্ডে আটকে নেই। তাঁদের কথা মাথায় রেখেই বিগত কয়েক বছর ধরে একটি নোনতা খাবারের ব্র্যান্ড পুজোর বিজ্ঞাপন করছে। টেলিভিশনের পর্দায় পরিণীতি চোপড়া অভিনীত সেই বিজ্ঞাপন বেশ জনপ্রিয়। হাতে শাঁখা-পলা, আটপৌরে করে পরা লালপাড় সাদা শাড়িতে পরিণীতি বলছেন, 'হোয়াই সো সুইট?' বাঙালি বলতেই মিষ্টির কথা মনে আসে। মিষ্টিমুখের সেই চেনা রীতিকেই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে বিজ্ঞাপনটি। এবার স্বাদবদল হোক নোনতার হাত ধরে।

বাঙালির পুজোও এখন আর শুধু বাংলায় সীমাবদ্ধ নয়। প্রবাসী বাঙালি থেকে আরও বৃহত্তর ক্রেতাদের কথা মাথায় রেখে পুজোয় নিজের সঙ্গে বাড়িকেও সাজিয়ে তোলার ডাক দিচ্ছেন কিং খান।

কলকাতার একাধিক বিজ্ঞাপন নির্মাতা জানাচ্ছেন, পুজোর বিজ্ঞাপনের বড় অংশ জুড়ে থাকে পোশাক, গয়না ও ভোগ্যপণ্যের প্রচার। কিন্তু এবার এই ক্ষেত্রগুলির বেশ কয়েকটি বড় ব্র্যান্ড বাজেট কমাতে চেয়েছে বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞাপন সংস্থার কর্তারা। তাঁদের বক্তব্য, গত বছর জাতীয় স্তরের একাধিক পোশাকের ব্র্যান্ড বাংলার তারকাদের নিয়ে বেশ খরচ করে টেলিভিশনের বিজ্ঞাপন তৈরি করেছিল। এবার সেই বাজেটে কাটছাঁট হয়েছে। কেউ কেউ শুধু হোর্ডিং দিয়েই প্রচার করেছে।

বিজ্ঞাপন সংস্থা সূত্রে জানা যাচ্ছে, একটি টেলিভিশন বিজ্ঞাপন তৈরি করতে মোটামুটি ৫০ লক্ষ টাকা খরচ হয়। তবে বাজেটের কোনও ঊর্ধ্বসীমা নেই। কয়েক কোটি টাকা খরচ করেও বিজ্ঞাপন তৈরি হয়। নির্মাণের খরচের পাশাপাশি টেলিভিশনে বেশি দর্শক দেখেন এমন সময়ে বিজ্ঞাপন দেখাতেও মোটা টাকা লাগে। সেই খরচ বাঁচাতে অনেক ব্র্যান্ড টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন দেয়নি। অন্যদিকে, কোনও কোনও সংস্থা নির্মাণের বাজেট কমিয়ে ২৫ লক্ষ টাকায় নামিয়ে এনেছে।

খরচ কমাতে নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে শুটিং করার বদলে অ্যানিমেশনও ব্যবহার হচ্ছে। টেলিভিশনের তুলনায় কম খরচে নির্দিষ্ট ক্রেতার কাছে পৌঁছতে অনেক ব্র্যান্ড ডিজিটাল মাধ্যমকে বেছে নিচ্ছে। এক বিজ্ঞাপন বিশেষজ্ঞের কথায়, 'কেবল এবছর নয়, গত দু'তিন বছর ধরেই এটা দেখা যাচ্ছে।'

আবার সব ব্র্যান্ড যে পুজোর প্রচারে খরচ কমাচ্ছে, তা নয়। অনেকের কাছে ব্যবসার জন্য এই সময়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই বছরের অন্য সময়ের বিজ্ঞাপনের খরচ কমিয়ে পুজোর প্রচারে বাড়তি টাকা রাখছে তারা। এক বিজ্ঞাপন নির্মাতার বক্তব্য, 'অনেক ব্র্যান্ডই পুজোকে লক্ষ করে বছরের অন্য সময়ের বিজ্ঞাপনের বাজেট কমিয়ে দিচ্ছে।'

ব্যবসায় ভাটা কাটাতে আবার প্রচারকেই হাতিয়ার করতে চাইছে গাড়িশিল্পের একাংশ। উৎসবের মরসুমে গাড়ির বিক্রি অন্য সময়ের তুলনায় কিছুটা বাড়ে। কিন্তু বছরখানেক ধরে বিক্রি কমছে বলে সংশ্লিষ্টদের বক্তব্য। অনেকে গাড়ির খোঁজ নিলেও শেষ পর্যন্ত কিনছেন না। কেনার ইচ্ছেকে সিদ্ধান্তে বদলে দিতে ধারাবাহিক বিজ্ঞাপনী প্রচার চালাচ্ছে বিভিন্ন সংস্থা। কেউ কেউ প্রচারে বাড়তি জোরও দিচ্ছে।

পুজোর শহরে অবশ্য বিজ্ঞাপনের খামতি চোখে পড়ছে। যে কলকাতায় বাঁশের কাঠামো ভরে যায় নানা ব্র্যান্ডের হোর্ডিংয়ে, এবার সেখানে কিছু জায়গায় কাঠামো খালি পড়ে রয়েছে। বিজ্ঞাপনের জায়গা আছে, হোর্ডিং নেই।

বিজ্ঞাপনশিল্পের সঙ্গে যুক্ত এক জনের কথায়, 'যে কোনও মন্দায় সবার আগে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বিজ্ঞাপনশিল্প। কারণ, মন্দার সময় ব্র্যান্ডগুলি প্রথমেই বিজ্ঞাপনের খরচে কাটছাঁট করে।'

পুজোর বিজ্ঞাপনে তাই প্রেম, আনন্দ আর নতুন কেনাকাটার হাতছানির পাশাপাশি ব্যবসার হিসেবও ধরা পড়ে। কোথাও বাড়তি প্রচার, কোথাও খরচ কমানোর চেষ্টা। উৎসবের শহরের খালি হোর্ডিংও সেই হিসেবেরই আর এক ছবি।

মায়ের আরাধনায়

এক পাতার পর

কথা বলেছেন তিনি। সঙ্গে পুজো কমিটিগুলির বিদ্যুৎ খরচ সম্পূর্ণ মকুব এবং অগ্নিনিরাপত্তার ছাড়পত্রের ফি ছাড়ের ঘোষণা। মহালয়ার অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, দুই শতাধিক কমিটি অনুদান নেবে না।

অনুদান থেকে দানের কথাও এসেছে। রাজডাঙা নব উদয়ন সঙ্ঘের চেয়ারপার্সন কেয়া ঘোষ জানিয়েছেন, এক লক্ষ টাকা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দেবেন তাঁরা। সন্তোষপুর লেক পল্লি, নাকতলা উদয়ন সঙ্ঘ ও সিংহি পার্কের মতো পুজো সাহায্যের আবেদন না করার কথা জানিয়েছে। অন্যদিকে বেহালার ওডিআরসি এলআইজি আবাসনের ছোট পুজোর উদ্যোক্তাদের কাছে সরকারি সাহায্য স্বস্তির। একই উৎসবে দুই বাস্তবতা। কারও সামর্থ্য রয়েছে সাহায্য ছেড়ে দেওয়ার। কারও পুজো চালাতে সেই অর্থ প্রয়োজন।

ঐতিহ্যের উপর জোর দেওয়া হলেও মণ্ডপের নতুন ভাবনা বন্ধ হচ্ছে না। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, থিমের পুজো করা যাবে। দক্ষিণ কলকাতার ত্রিধারা সম্মিলনীতে প্রায় ১৩ হাজার ব্যবহৃত কলম ও রিফিল দিয়ে দেবীর একটি আলাদা শিল্পরূপ তৈরির উদ্যোগ তার উদাহরণ। আয়োজকদের বক্তব্য, মূল পুজোর প্রতিমার পাশে এই শিল্পকর্মের জায়গা। পরে উপকরণ আবার কলম তৈরিতে ব্যবহার হবে। ধর্মীয় আরাধনার সঙ্গে পরিবেশের বার্তাও থাকছে।

উৎসবের আনন্দে মানুষের যাতায়াতও বড় বিষয়। কলকাতা পুলিশের পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ মণ্ডপের কাছে যান নিয়ন্ত্রণ, একমুখী রাস্তা এবং দর্শনার্থীদের হাঁটার জায়গা রয়েছে। শিয়ালদহে রেল, পুলিশ ও জিআরপি-র সমন্বয় বৈঠকে প্রবেশ-বাহিরের পথ, প্ল্যাটফর্মের ভিড় এবং অতিরিক্ত স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে আলোচনা হয়েছে। স্টেশন ও সাবওয়ের বাইরে পুজোর পথনির্দেশিকা রাখার কথা জানিয়েছেন ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার রাজীব সাক্সেনা। জেলা থেকে আসা মানুষের ঠাকুর দেখার আনন্দ অনেকটাই নির্ভর করে এই ব্যবস্থার উপর।

এবার পুজোর পরে সরকারি কার্নিভাল থাকছে না। পুজো ও বিসর্জনে ডিজে নিষিদ্ধ রাখার ঘোষণাও হয়েছে। বদলে যাওয়া এই আয়োজনে সরকারের নিজস্ব ভাবনা রয়েছে। কিন্তু উৎসবের প্রাণ পাড়ার মানুষ, শিল্পী, ঢাকি ও উদ্যোক্তাদের হাতে। বড় মঞ্চের জৌলুসের সঙ্গে ছোট পুজোর প্রয়োজন, মানুষের সুবিধা আর শিল্পীর সম্মান জায়গা পেলেই মায়ের আরাধনা বাংলার সকলের উৎসব হয়ে উঠবে।

উত্তর-দক্ষিণের লড়াই

এক পাতার পর

কটাক্ষ করেন নতুন আয়োজনকে। কার মণ্ডপে কত ভিড় হবে, সেই প্রশ্নেও কথার লড়াই চলে। এই বাকযুদ্ধ পুজোর আলোচনায় বাড়তি রসদ দিয়েছে। তবে দর্শকের মন জয় করতে শেষ পর্যন্ত ভরসা রাখতে হয় মণ্ডপ, প্রতিমা এবং গোটা আয়োজনের উপরেই।

কলকাতার পুজোয় রাজনৈতিক নেতাদের ভূমিকা অবশ্য নতুন নয়। এবার ক্ষমতার পরিবর্তনের পরে কয়েকটি কমিটির সাংগঠনিক দায়িত্বেও নতুন মুখ এসেছে। সুরুচি সঙ্ঘে গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক ভূমিকা নিয়েছেন বিজেপি বিধায়ক সৌরভ সিকদার। শ্রীভূমির পুজোর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। ফলে শিল্প ও আয়োজনের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরিচয়ের বদলও আলোচনায়।

তবু দর্শনার্থীর হিসেব সহজ। ঠাকুর ভাল করে দেখা গেল তো? ভিড় সামলে এগোনো যাচ্ছে? সঙ্গে আসা প্রবীণ মানুষটি একটু বসতে পারছেন? এই প্রশ্নগুলির উত্তরেও একটি পুজোর প্রতি টান তৈরি হয়। মণ্ডপের সামনে তখন শিল্পী, কারিগর, ঢাকি ও স্বেচ্ছাসেবকদের কাজ কথা বলে।

প্রতিযোগিতা থাকুক। নতুন পুজো পুরনোকে চ্যালেঞ্জ করুক। তার মধ্য দিয়ে ভাল শিল্প, নতুন ভাবনা ও দর্শকের সুবিধা বাড়লে লাভ কলকাতারই। একটি পুজোর প্রশংসা করতে আর একটিকে ছোট করার প্রয়োজন নেই।

দিন শেষে দর্শক উত্তরেও যান, দক্ষিণেও যান, মধ্য কলকাতায় থামেন। কারও মনে থাকে দেবীমুখ, কারও মণ্ডপ, কারও ঢাকের আওয়াজ। বাড়ি ফেরার পথে জমে ওঠে পরের দিনের পরিকল্পনা। কোন নেতা কাকে টেক্কা দিলেন, তার চেয়ে বড় হয়ে ওঠে একসঙ্গে কাটানো সময়। এই লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত কলকাতার পুজোই জয়ী হয়। একশোয় একশো পায় পুজোর আনন্দ।

মণ্ডপে পরিচিত মুখ, পুজোয় ঘরের মানুষ

এক পাতার পর

বিধায়ক সজল ঘোষ। অন্যদিকে পার্ক স্ট্রিটের অ্যালেন পার্কের প্রথম পুজোর উদ্যোক্তা কলকাতা সনাতনী সঙ্ঘের সভাপতি বিজেপি নেতা শঙ্কুদেব পণ্ডা। প্রস্তুতিপর্বেই শঙ্কুদেব প্রতিষ্ঠিত পুজোকে টেক্কা দেওয়ার কথা বলেছেন। সজলও পাল্টা জবাব দিয়েছেন। একই রাজনৈতিক শিবিরের দুই মুখ, পুজোর আয়োজনে প্রতিদ্বন্দ্বী।

কয়েকটি বড় পুজোর দায়িত্বেও এবার নতুন রাজনৈতিক মুখ এসেছে। সুরুচি সঙ্ঘের সাংগঠনিক কাজে যুক্ত হয়েছেন বিজেপি বিধায়ক সৌরভ সিকদার। শ্রীভূমির পুজোর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। ক্ষমতার পরিবর্তনের পরে এই সংযোগগুলি নিয়ে কৌতূহল তৈরি হয়েছে। তবে একটি সর্বজনীন পুজোর সঙ্গে পাড়ার মানুষ, শিল্পী, কর্মী ও দর্শকেরও বহু বছরের সম্পর্ক।

ব্যবসা ও সংস্কৃতিজগতের মানুষের মিলন দেখা যায় মানিকতলা চালতাবাগান লোহাপট্টিতেও। পুজো কমিটির চেয়ারম্যান সন্দীপ ভুতোরিয়া। এবারের উদ্বোধন কমিটির সভাপতি শিল্পপতি শিশির বাজোরিয়া। খুঁটিপুজোয় এসেছিলেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, বাদ্যশিল্পী বিক্রম ঘোষ, সুহেল শেঠ ও বিধায়ক বিজয় ওঝা। কেউ আয়োজনের দায়িত্বে, কেউ অতিথি। একটি পাড়ার উৎসব এভাবেই নানা ক্ষেত্রের মানুষকে এক জায়গায় আনে। এই যোগসূত্রের মধ্যে কলকাতার পুজোর একটি পরিচিত চরিত্র রয়েছে। বাড়ির পুজো পরিবারের মানুষকে ফেরায়। সর্বজনীন পুজো পাড়ার বাইরেও সম্পর্ক গড়ে তোলে। তারকার উপস্থিতি কৌতূহল বাড়ায়, ব্যবসায়ীর সহযোগিতা আয়োজন এগিয়ে নেয়, রাজনৈতিক ব্যক্তির দায়িত্ব মানুষের প্রত্যাশাও বাড়ায়। সেই প্রত্যাশা মেটাতে হয় পুজোর কাজেই।

পরিচিত মুখেদের নিয়ে আগ্রহ থাকবেই। কিন্তু কে কোথায় গেলেন, কী পরলেন, কত ছবি উঠল— তার বাইরেও উৎসবের গল্প রয়েছে। পরিবারের দায়িত্ব, পুরনো স্মৃতি, পাড়ার সঙ্গে সম্পর্ক এবং অন্যের আনন্দের জন্য সময় দেওয়া। মল্লিকবাড়ির ঠাকুরদালান থেকে চালতাবাগানের সর্বজনীন আয়োজন— খ্যাতির পাশেই সেখানে দেখা মেলে ঘরের মানুষটির।

চমকের বাইরে, ঐতিহ্যের

এক পাতার পর

পরিবারের বিশ্বাসেও তার পরিচয় পাওয়া যায়।

সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের বড়বাড়ির পুজোর পরিচালন কমিটির সম্পাদক তন্ময় রায় চৌধুরী টাইমস অব ইন্ডিয়াকে জানিয়েছেন, বড়বাড়ি ও আটচালার পুজোয় নবমীতে কাতলা মাছ নিবেদনের প্রথা রয়েছে। এবারও সেই রীতি অনুসরণ করবেন তাঁরা। চোরবাগানের চট্টোপাধ্যায় পরিবারের সদস্য হিজল চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্যেও একই ভাবনা। তাঁদের পুজোয় সপ্তমী থেকে দশমী পর্যন্ত মাছের ভোগের প্রথা থাকবে। দেবীকে ঘরের মেয়ে হিসেবে দেখার বিশ্বাসের সঙ্গে এই আয়োজন জড়িয়ে।

জানবাজারে রানি রাসমনির পরিবারের একটি শাখার রীতি আবার অন্যরকম। মথুরমোহনের বংশধর প্রসূন হাজরা জানিয়েছেন, দেবীকে নিরামিষ ভোগ দেওয়া হয়। সপ্তমী ও নবমীতে অতিথিদের জন্য থাকে আমিষ খাবার। দেবীর নিবেদন এবং অতিথির আহার; দুটি আলাদা ব্যবস্থা। একই শহরের পুজোয় এমন ভিন্নতা বহু দিনের। একটি বাড়ির নিয়ম দিয়ে তাই অন্য বাড়ির পুজোকে বোঝা যায় না।

বনেদি পুজোর আকর্ষণ এই নিজস্বতায়। কোথাও দেবীর সাজ, কোথাও ভোগ, কোথাও বিশেষ আচার পরিবারের পরিচয় বহন করে। জোড়াসাঁকোর শিবকৃষ্ণ দাঁ বাড়ির পুজোর সঙ্গে যেমন দেবীর পোশাক ও অলঙ্কারের ঐতিহ্য জড়িয়ে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম সেই পুজোর কথা মানুষের মুখে ফিরেছে। পুরনো আয়োজনের বহর বদলালেও তার স্মৃতি রয়ে গিয়েছে।

পরিবহণ দফতরের এবারের বনেদি বাড়ির পুজো পরিক্রমা নিয়ে প্রকাশিত খবরে শোভাবাজারের দুই রাজবাড়ি, ছাতুবাবু,লাটুবাবুর বাড়ি, রানি রাসমণির বাড়ি, বাগবাজার হালদার বাড়ি এবং সাবর্ণ রায় চৌধুরীদের পুজোর উল্লেখ রয়েছে। ছাতুবাবু, লাটুবাবুর বাড়ি অবশ্য অষ্টমীর পরিক্রমায় বাদ রাখা হয়েছে। তালিকায় রয়েছে বেহালার রায় বাড়ি ও সোনার দুর্গার পুজোও।

এই পরিক্রমায় শুধু কয়েকটি ঠাকুর দেখে ফেরা হয় না। শহরের ইতিহাসকে তার ঘরের ভিতর থেকে চেনার সুযোগও মেলে। যে বাড়ির নাম ইতিহাসের আলোচনায় শোনা যায়, পুজোর সময়ে তার ঠাকুরদালানে পারিবারিক স্মৃতি আর আরাধনা একসঙ্গে ধরা দেয়। পুরনো স্থাপত্য, প্রতিমা এবং আচার পাশাপাশি দেখলে বাড়িটির পরিচয় আরও স্পষ্ট হয়।

তবে বনেদি পুজো দেখতে গিয়ে পারিবারিক পরিসরের কথাও মনে রাখা প্রয়োজন। ছবি তোলার আগে অনুমতি নেওয়া, নির্দিষ্ট প্রবেশপথ ব্যবহার করা এবং পুজোর কাজে ব্যাঘাত না ঘটানো সেই সৌজন্যের অংশ।

কলকাতার দুর্গোৎসবের সৌন্দর্য তার নানা ধারায়। বড় মণ্ডপের শিল্প যেমন শহরকে সমৃদ্ধ করে, পুরনো বাড়ির পুজোও তেমন তার স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখে। এবারের এই পুজোগুলির বড় খবর; নিজস্ব রীতি বজায় রাখার অঙ্গীকার। বদলে যাওয়া শহরের মধ্যে পরিচিত দেবীমুখের সামনে দাঁড়িয়ে মানুষ ফিরে পান পরিবারের গল্প, পাড়ার স্মৃতি আর কলকাতার দীর্ঘ পথচলা।

সাত মণ্ডপের টান, ঠাকুর দেখার

এক পাতার পর

টালা প্রত্যয় বিয়োজন

টালা প্রত্যয়ের থিম 'বিয়োজন'। মণ্ডপভাবনায় শিল্পী সুশান্ত পাল। এবার স্বল্প সময় ও স্বল্প পরিসরে আয়োজনের কথা জানিয়েছেন তিনি। এখানে দেখার বিষয় মণ্ডপের গঠন ও শিল্পীর কাজ। নাম শুনে যে কৌতূহল তৈরি হয়, তার উত্তর খুঁজতে আয়োজনটি মন দিয়ে দেখা প্রয়োজন। তাড়াহুড়োয় পেরিয়ে গেলে কাজের অনেকটাই চোখ এড়িয়ে যেতে পারে।

সল্টলেক এফডি ব্লক গোন্ড শিল্পের রং

এফডি ব্লকের ৪২তম বর্ষের মণ্ডপসজ্জায় মধ্যভারতের গোন্ড চিত্রকলার ধারা। শিল্পী প্রশান্ত পালের কাজে লোকশিল্পের রং ও নকশা উঠে এসেছে পুজোর আয়োজনে। লোকশিল্পের প্রতি আগ্রহ থাকলে এই মণ্ডপে সময় নিয়ে দাঁড়ান। দূর থেকে সামগ্রিক সাজ দেখার পাশাপাশি কাছ থেকে শিল্পীদের কাজ দেখারও সুযোগ রয়েছে।

দমদম মলপল্লি দড়ির শহর

থিম 'তন্তুনগর'। প্রায় তিন হাজার কেজি নারকেলের দড়ি দিয়ে শহরের অবয়ব গড়েছেন শিল্পী পার্থ জোয়ার্দার। বহুতল, চায়ের দোকান, বনেদি বাড়ির বারান্দা; চেনা দৃশ্যগুলি এসেছে দড়ির কাজে। সাধারণ একটি উপকরণ দিয়ে এত রকম গড়ন তৈরি করাই মণ্ডপের বিশেষত্ব। কাছে গেলে বোঝা যাবে কীভাবে দড়ি পেঁচিয়ে প্রতিটি অংশ তৈরি হয়েছে।

সুরুচি সঙ্ঘ উৎস

নিউ আলিপুরের সুরুচি সঙ্ঘে এবার থিম 'উৎস'। বিষয় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। শিল্পী অনির্বাণ দাসের ভাবনায় তাঁর মূর্তির সঙ্গে উঠে আসছে জীবনের নানা অধ্যায় এবং বাংলার ইতিহাসে তাঁর রাজনৈতিক ভূমিকা। দেবী এখানে মহিষাসুরমর্দিনী রূপেই পূজিত হচ্ছেন। ইতিহাসকে মণ্ডপের শিল্পে কীভাবে তুলে ধরা হয়েছে, সেই আগ্রহেও সুরুচি তালিকায় জায়গা পেতে পারে।

সাতটি মণ্ডপে সাত রকম টান। প্রতিমা দেখুন, ছবি তুলুন, সঙ্গে কারিগরদের কাজও খেয়াল করুন। বাড়ি ফেরার পর শুধু কতগুলি ঠাকুর দেখলেন, সেই হিসেবই থাকবে না। কোনও মণ্ডপের ভাবনা, কোনও শিল্পীর হাতের কাজও এবারের পুজোর স্মৃতি হয়ে রয়ে যাবে।

পুজোর সংখ্যায় বাংলাদেশও টক্কর দিচ্ছে!

এক পাতার পর

পাঁচ কোটি বাংলাদেশি টাকা করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নির্দেশে বরাদ্দ বেড়েছে। পুজোর সময় বিদ্যুৎ সরবরাহ সচল রাখার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি উদ্যোক্তাদের জেনারেটর এবং চার্জ করা যায় এমন আলো প্রস্তুত রাখতে বলা হয়েছে। বিদ্যুৎ চলে গেলেও মণ্ডপে আলোর ব্যবস্থা রাখতে হবে।

ছুটিও বাড়িয়েছে সরকার। ৫ অক্টোবর মন্ত্রিসভায় ২২ অক্টোবর বাড়তি ছুটির প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। আগে থেকেই ২০ অক্টোবর নবমী এবং ২১ অক্টোবর বিজয়া দশমীর ছুটি ছিল। এর সঙ্গে ২৩ ও ২৪ অক্টোবরের সাপ্তাহিক ছুটি মিলিয়ে সরকারি কর্মীরা টানা পাঁচ দিন অবকাশ পাবেন। তবে তার আগের শনিবার, ১৭ অক্টোবর অফিস খোলা থাকবে। হাসপাতাল-সহ জরুরি পরিষেবা ছুটির বাইরে থাকবে।

ঢাকায় মণ্ডপের নিরাপত্তায় সিসিটিভি এবং পুলিশের শরীরে লাগানো ক্যামেরা ব্যবহার করা হবে। ৬ অক্টোবর ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনার মোসলেহ্ উদ্দীন আহমদ জানিয়েছেন, পোশাকধারী ও সাদা পোশাকের পুলিশের পাশাপাশি বিশেষ বাহিনী প্রস্তুত থাকবে। থাকবে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর দল এবং বোমা নিষ্ক্রিয় করার দলও। মহালয়া থেকে বিসর্জন পর্যন্ত নিরাপত্তার পরিকল্পনা রয়েছে। ১১ অক্টোবর পুলিশ সদর দফতরের বৈঠকে আইজিপি আলী হোসেন ফকির দেশজুড়ে তিন স্তরের নিরাপত্তাব্যবস্থার কথা জানিয়েছেন।

পুজোর কেনাকাটার জন্য দোকান খোলা রাখার সময় বাড়ানো হয়েছে। বিদ্যুৎ বিভাগের নির্দেশ অনুযায়ী, ২২ অক্টোবর পর্যন্ত সকাল ১১টা থেকে রাত ১০টা দোকান, বাজার ও বিপণিবিতান খোলা রাখা যাবে।

মণ্ডপের পাশে থাকার নির্দেশ দিয়েছে বিএনপিও। ১০ অক্টোবর দলের স্থায়ী কমিটির বৈঠকে নেতা-কর্মীদের স্থানীয় পুজো কমিটির সঙ্গে সমন্বয় করে স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পালন করতে বলা হয়েছে। উসকানিমূলক কর্মকাণ্ড ঠেকাতে সতর্ক থাকার নির্দেশও রয়েছে। প্রথম আলোর খবর অনুযায়ী, কেন্দ্রীয়ভাবে দুর্গাপুজো পর্যবেক্ষণ কমিটি গঠন করেছে দল।

তবে খরচের চিন্তা কাটেনি সকল উদ্যোক্তার। ডেইলি স্টার জানিয়েছে, বরিশাল জেলা ও মহানগর মিলিয়ে ৫৫২টি মণ্ডপে পুজোর প্রস্তুতি চলছে।

স্থানীয় আয়োজকদের বক্তব্য, উপকরণের দাম বেড়েছে, অথচ ব্যক্তিগত অনুদান কমেছে। ফলে অনেক মণ্ডপের বাজেট কমাতে হচ্ছে। প্রতিমাশিল্পীদের কেউ কেউ গত বছরের সমান, কোথাও আরও কম পারিশ্রমিকে কাজ করছেন। আর্থিক টানাটানির মধ্যেও আয়োজকদের আশা, প্রশাসনের সহযোগিতায় পুজো নির্বিঘ্নে হবে। মানুষ নিশ্চিন্তে মণ্ডপে আসবেন, উৎসবে যোগ দেবেন।



পুজোর সংখ্যায় বাংলাদেশও টক্কর দিচ্ছে!

নিজস্ব প্রতিবেদনঃ পশ্চিমবঙ্গে এবার প্রায় ৫৭ হাজার ৪০০টি অনুমোদিত দুর্গাপুজোর কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বাংলাদেশে আয়োজন হচ্ছে ৩৩ হাজার ৮৫১টি মণ্ডপে। দুই জায়গার গণনার পরিসর এক নয়। তবু ওপার বাংলার পুজোর ব্যাপ্তি নজর কাড়ছে। বেড়েছে মণ্ডপ ও সরকারি অনুদান। সরকারি কর্মীরা পাচ্ছেন টানা পাঁচ দিনের ছুটি। নিরাপত্তা নিয়ে আগের দু'বছরের তুলনায় এবার স্বস্তির কথা জানিয়েছেন বাংলাদেশ পূজা উদ্যাপন পরিষদের সভাপতি বাসুদেব ধর।

৩০ সেপ্টেম্বর সচিবালয়ে দুর্গাপুজোর নিরাপত্তা নিয়ে বৈঠকের পরে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ মণ্ডপের সংখ্যা জানান। সরকারি সংবাদ সংস্থা বাসসের খবর অনুযায়ী, এবার সারা দেশে ৩৩ হাজার ৮৫১টি মণ্ডপে পুজোর প্রস্তুতি চলছে। ৯ অক্টোবর পূজা উদ্যাপন পরিষদের সভাপতির সঙ্গে কথা বলে টাইমস অব ইন্ডিয়াও একই সংখ্যা প্রকাশ করেছে। গত বছরের তুলনায় এবার মণ্ডপ বেড়েছে ১ হাজার ৪৬০টি।

ঢাকার বাইরেও বড় আয়োজন হচ্ছে। চট্টগ্রামের পুলিশ সুপার মাসুদ আলম ৫ অক্টোবর প্রশাসনিক বৈঠকে জানিয়েছেন, মহানগরের বাইরে জেলায় স্থায়ী ও অস্থায়ী মিলিয়ে ২ হাজার ২৮৭টি পুজোমণ্ডপ রয়েছে। প্রতিমা তৈরি ও পরিবহণ থেকে বিসর্জন পর্যন্ত নিরাপত্তায় জোর দিয়েছে প্রশাসন। পর্যাপ্ত আলো, সিসিটিভি, বিকল্প বিদ্যুৎ এবং স্বেচ্ছাসেবক রাখার বিষয়েও পুজো কমিটিগুলির সঙ্গে আলোচনা হয়েছে।

সিলেট বিভাগের চার জেলায় এবার ২ হাজার ৭৬৬টি মণ্ডপে পুজো হচ্ছে। বাসসের ৮ অক্টোবরের খবর অনুযায়ী, মৌলভীবাজারে ১ হাজার ২২টি, হবিগঞ্জে ৬৬৪টি এবং সুনামগঞ্জে ৪৪৪টি মণ্ডপ রয়েছে। সিলেট জেলা ও মহানগর মিলিয়ে সংখ্যা ৬৩৬। এর মধ্যে মহানগরে ১৬২টি। শহরের পাশাপাশি উপজেলা ও গ্রামের মণ্ডপগুলিতেও চলছে প্রতিমায় রং, সাজ এবং আলোকসজ্জার কাজ।

এবারের পরিস্থিতি নিয়ে বাসুদেব ধর টাইমস অব ইন্ডিয়াকে জানিয়েছেন, আগের দু'বছরে উৎসবকে ঘিরে যে ভয় অনুভব করেছিলেন, এবার তেমন অনুভব করছেন না। তাঁর বক্তব্য, সরকার চায় হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ স্বাধীনভাবে ও আনন্দের সঙ্গে পুজো করুন। নিরাপত্তার প্রস্তুতি নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠকেও উপস্থিত ছিলেন তিনি। মণ্ডপে নজর রাখতে আয়োজকদের নিজস্ব স্বেচ্ছাসেবক রাখার পরামর্শ দিয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। পুজোর জন্য সরকারি অনুদান চার কোটি থেকে

➲ তিন পাতায়

সাত মণ্ডপের টান, ঠাকুর দেখার তালিকায় রাখবেন কোথায়?

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে কোন মণ্ডপ বাদ দেবেন, কলকাতায় সেটাই কঠিন প্রশ্ন। কোথাও রাজস্থানের প্রাসাদ, কোথাও দড়ি দিয়ে তৈরি শহর। কোনও মণ্ডপ আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে উত্তম কুমারের ছবির জগতে। এবারের পুজোয় কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকার সাতটি আয়োজন তালিকায় রাখতে পারেন। প্রতিমার সঙ্গে মণ্ডপের ভাবনা ও শিল্পীদের কাজ দেখার জন্যও এই ঠিকানাগুলিতে থামা যায়।

শ্রীভূমি লেকটাউনে হাওয়া মহল

জয়পুরের হাওয়া মহলের আদলে মণ্ডপ শ্রীভূমিতে। স্থাপত্যের নকশা বুঝতে শিল্পীদের জয়পুরে গিয়ে প্রাসাদটি দেখার খবরও রয়েছে। কলকাতার কাছে রাজস্থানের পরিচিত স্থাপত্য দেখার সুযোগই এখানে বড় আকর্ষণ। মণ্ডপের বাইরের অবয়বের পাশাপাশি খুঁটিনাটিও দেখুন। স্থাপত্য ভালবাসলে শ্রীভূমি আপনার তালিকায় জায়গা পাবে।

সমাজসেবী সঙ্ঘ মহাপুজোয় মহানায়ক

বালিগঞ্জের সমাজসেবীতে এবার উত্তম কুমারকে ঘিরে আয়োজন। তাঁর জন্মশতবর্ষে সিনেমার পোস্টার, দৃশ্য, সংলাপ ও গানের স্মৃতি এসেছে মণ্ডপে। শিল্পী বিশ্বনাথ দে অভিনেতার পাশাপাশি মানুষ উত্তমকেও তুলে ধরতে চেয়েছেন। পুরনো পোস্টারের হরফেও নজর দেওয়া হয়েছে। মহানায়কের অনুরাগীরা এখানে স্মৃতিতে ফিরতে পারবেন। ছোটদেরও বাংলা ছবির এই অধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া যায়।

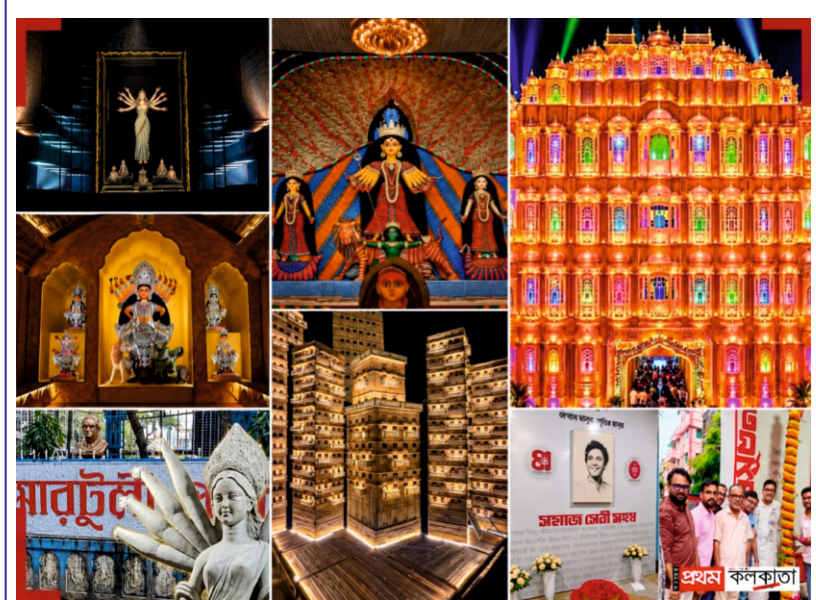

কুমোরটুলি পার্ক গঙ্গার প্রশ্ন

ভূপেন হাজারিকার গঙ্গা নিয়ে গানের প্রশ্নকে সামনে রেখেই কুমোরটুলি পার্কের আয়োজন। শিল্পী সুবল পালের ভাবনায় গঙ্গার যাত্রাপথ এবং দূষণের বিরুদ্ধে বার্তা এসেছে মণ্ডপে। নদীর পাশে থেকেও তার অবস্থার দিকে কতটা তাকাই আমরা? প্রতিমা দর্শনের সঙ্গে গঙ্গাকে নিয়ে একটু ভাবার জন্যও এখানে থামা যায়।

➲ তিন পাতায়

আজ ষষ্ঠী, এবার সকালেই সন্ধিপুজো



শম্পা পাল

মহালয়া পেরিয়ে আজ ষষ্ঠী। ১৬ অক্টোবর, শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে দুর্গাপুজোর মূল পর্ব। এবার পঞ্জিকাভেদে ষষ্ঠী ও সপ্তমীর নির্ঘণ্টে ফারাক রয়েছে। গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা মতে সপ্তমীর পুজো হবে ১৭ অক্টোবর; ১৮ অক্টোবর রয়েছে সপ্তমীর অধিক পুজো। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে আজ ষষ্ঠীর পুজো, আগামীকাল ষষ্ঠীর অধিক পুজো। দুই মতেই মহাষ্টমী ১৯ অক্টোবর, সোমবার। সেদিন সন্ধিপুজো হবে সকালেই।

দেবীর আগমনের বাহনেও দুই পঞ্জিকার দুই হিসাব। গুপ্তপ্রেস মতে ঘোটক বা ঘোড়ায় আগমন। পঞ্জিকায় তার ফল বলা হয়েছে 'ছত্রভঙ্গ'। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে দেবীর আগমন গজে বা হাতিতে। তার ফল 'শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা'। তবে বিদায়ের বাহন নিয়ে দুই মতের মিল রয়েছে। পঞ্জিকা মতে এবার দেবীর গমন নৌকায়। এর ফল বলা হয়েছে শস্যবৃদ্ধি ও জলবৃদ্ধি। পুজোর প্রচলিত বিশ্বাসে দেবীর আসা-যাওয়ার সঙ্গে এই ফলের কথা জড়িয়ে রয়েছে।

গুপ্তপ্রেস মতে আজ ষষ্ঠীর পুজো। সন্ধ্যায় বোধন, আমন্ত্রণ ও অধিবাস। আগামীকাল, ১৭ অক্টোবর শনিবার নবপত্রিকা প্রবেশ ও স্থাপনের মধ্য দিয়ে সপ্তমীর পুজো হবে। ১৮ অক্টোবর রবিবার রয়েছে সপ্তমীর অধিক পুজো।

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত অনুসরণকারী বেলুড় মঠের সূচিতে আজ সকাল ৬টায় কল্পারম্ভ এবং সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিটে বোধন। ১৭ অক্টোবর সকাল ৫টা ৪০ মিনিটে অধিক পুজো শুরু। সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিটে আমন্ত্রণ ও অধিবাস। ১৮ অক্টোবর, রবিবার সপ্তমীর পুজো শুরু ভোর ৫টা ৪০ মিনিটে।

১৯ অক্টোবর মহাষ্টমীতে গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা মতে সন্ধিপুজো সকাল ৭টা ২৫ মিনিট ১৫ সেকেন্ড থেকে ৮টা ১৩ মিনিট ১৫ সেকেন্ড পর্যন্ত। বেলুড় মঠের ঘোষিত সময় সকাল ১০টা ২৮ মিনিট থেকে ১১টা ১৬ মিনিট। মঠে কুমারী পুজো শুরু হবে সকাল ৯টায়। এখানে সব সময় ভারতীয় সময় অনুযায়ী দেওয়া হয়েছে।

সন্ধিপুজো মানেই সন্ধেবেলার পুজো নয়। অষ্টমী তিথির শেষ ২৪ মিনিট এবং নবমী তিথির প্রথম

➲ দুই পাতায়

মণ্ডপে পরিচিত মুখ, পুজোয় ঘরের মানুষ



বিভাস দে

মল্লিকবাড়ির পুজোয় কোয়েল মল্লিক শুধু দর্শকের পরিচিত অভিনেত্রী নন। পুজোর কাজ থেকে অতিথি আপ্যায়ন; পরিবারের দায়িত্বও ভাগ করে নেন তিনি। কলকাতার পরিচিত মুখেদের পুজোয় এমন অনেক গল্প রয়েছে। কারও কাছে উৎসব মানে বাড়িতে ফেরা। কারও কাছে পাড়ার আয়োজন সামলানো। কারও আনন্দের মধ্যে মিশে থাকে হারিয়ে যাওয়া আপনজনের স্মৃতি। উদ্বোধনের ছবি আর তারকার সাজের বাইরে সেই পুজোরও আলাদা আকর্ষণ।

ভবানীপুরের মল্লিকবাড়িতে রঞ্জিত ও কোয়েলের খ্যাতির পাশে রয়েছে পরিবারের পুরনো রীতি। একচালা প্রতিমা, ডাকের সাজ। পরিবারের মহিলারা দেবীর অলঙ্কার পরান, পুরুষ সদস্যরা হাতে অস্ত্র তুলে দেন। আত্মীয়দের একত্র হওয়ার সময় এই ক'দিন। দর্শকের চোখ আগে তারকাকে খুঁজলেও বাড়ির পুজোয় তিনি ঘরের মেয়ে। পরিচিত ঠাকুরদালানে পরিবারের সঙ্গে কাটানো সময়ও তাই উৎসবের বড় প্রাপ্তি।

ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তর পুজোয় আবার আনন্দের সঙ্গে মনখারাপও রয়েছে। বাবা-মা নেই। উৎসবের সময়ে তাঁদের অভাব আরও অনুভব করেন তিনি। ছোটবেলার পাড়ার পুজো, বন্ধুদের সঙ্গে বেড়ানো, পরিবারের সঙ্গে মণ্ডপে বসে খাওয়া; সবই এখন স্মৃতি। কাজের জন্য পুজোর দিনেও ব্যস্ত থাকতে হয়। কখনও কলকাতার বাইরেও। আনন্দবাজার ডট কমকে ঋতুপর্ণা জানিয়েছেন, এখন ছেলেমেয়ের চোখ দিয়েও পুজো দেখেন। বয়সের সঙ্গে উৎসব বদলে যাওয়ার এই অভিজ্ঞতা বহু মানুষেরই চেনা।

রাজনীতিকদের সঙ্গে যুক্ত পুজোয় এবারের আলোচনায় প্রতিযোগিতার সুরও রয়েছে। সন্তোষ মিত্র স্কোয়্যারের পৃষ্ঠপোষক বিজেপি

➲ তিন পাতায়

Printed by Zafrin Chowdhury Published by SUBRATA ACHARYA on behalf of SUBRATA ACHARYA Printed at BANGLA DIGITAL PRINTER, 77 Nirghin Shah Road, South Kazipara, Barasat, North 24 PARGANAS, 700125, West Bengal and Published at 61, BODHIKANAN BHUTBAGAN (KATHGOLA), P.O.: SODEPUR, P.S.: GHOLA, NORTH 24 PARGANAS, WEST BENGAL - 700110.
Editor : **SUBRATA ACHARYA** Mobile: **+91 9830317116** Email : mailprothomkolkata@gmail.com